যুগান্তর

21 OCT 2016

নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠদান

পাঠ্যবই প্রদানে অনিশ্চয়তা নিয়োগ হয়নি শিক্ষক

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নতুন বছরের প্রথম দিনই ৫২ হাজার শিশুর হাতে এসব বই তুলে দেয়ার কথা। কিন্তু ১১ অক্টোবর পর্যন্ত বই ছাপানোর টেন্ডারই দেয়া হয়নি। ফলে ১ জানুয়ারি তো নয়ই, আগামী মার্চের আগে শিশুদের বই না পাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে শিশুদের প্রথমবারের মতো এই বই দেয়া হলেও তা পড়ানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। এ কারণে মাতৃভাষায় পাঠদানও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. আলমগীর বলেন, 'মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে সামনে রেখে আমরা আলাদা করে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারিনি সত্যি। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মতো শিক্ষকের অভাব নেই। বিভিন্ন সময়ে কোটায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বদলি করব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'এনসিটিবি বই ছাপানোর দায়িত্ব নিয়েছে। সময়মতো বই সরবরাহ দিতে পারবে বলে তারা আমাদের জানিয়েছে।'

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানিয়েছে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের এসব বই ছাপানোর ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের সম্মতির জন্য দু'সপ্তাহ আগে ফাইল পাঠানো হয়। কিন্তু বুধবার পর্যন্ত ওই ফাইল ফিরে আসেনি। সূত্র আরও জানায়, বিশ্বব্যাংকের সম্মতি লাভের পর একদিনের মধ্যেও যদি এনসিটিবি টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়, তারপরও বই ছাপিয়ে উপজেলায় পৌঁছাতে কমপক্ষে ১৩৪ দিন সময় লাগে। সে হিসাবে আগামী মার্চের আগে এসব বই ছাপিয়ে উপজেলায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম। এনসিটিবির একটি সূত্র জানায়, আশংকার এখানেই শেষ নয়। প্রাথমিকের পাঠ্যবই হওয়ায় এসব বই আন্তর্জাতিক টেন্ডারে ছাপাতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে ভারত, চীন বা কোরিয়া যদি এসব বই ছাপানোর কাজ পায়, তাহলে সংকট আরও বড় করে দেখা দিতে পারে। কেননা, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এনসিটিবি চাপ দিতে পারলেও বিদেশী দরদাতার ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইনের (পিপিআর) বাইরে এনসিটিবি নাক গলাতে পারবে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

পাঠ্যবই প্রদানে অনিশ্চয়তা নিয়োগ হয়নি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

না। তবে ডিপিএম (ডিরেক্ট পারচেজ মেথড) পদ্ধতিতে অবশ্য এমন সংকট মোকাবেলা সম্ভব মনে করেন এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থায় কিছু বই ছাপানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবি সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী যুগান্তরকে বলেন, 'আশংকা যাই থাকুক, যে কোনো মূল্যে আমরা বই ছাপিয়ে ১ জানুয়ারি শিশুদের হাতে তুলে দেব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ডিপিএম পদ্ধতি নিরুৎসাহিত করে। তবে জাতীয় স্বার্থে আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে।'

ডিপিই এবং এনসিটিবি সূত্র জানায়, দেশে সরকারি হিসাবে ৩৭টি এবং বেসরকারি হিসাবে ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সব নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। ছিল না শুধু সরকারিভাবে নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ। যে কারণে তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়ার শংকা দেখা দেয়। এমনকি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে মাতৃভাষায় কথা বলা শিখলেও নিজেদের বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা পেত না। এমন অবস্থায় এসব নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের দাবি ও দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আপাতত ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সেগুলো হচ্ছে : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এবং ওরাও (ভাষার নাম সাদ্রী)। জানা গেছে, এনসিটিবির ৫ জন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে এসব বই রচনার কাজ চলছে। এসব কমিটি অবশ্য প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠীর ৬ জন করে বিশিষ্ট ব্যক্তির সার্বক্ষণিক সহায়তা নিচ্ছে। এনসিটিবির ৫ বিশেষজ্ঞের একজন মো. মোসলেহ উদ্দীন সরকার। তিনি বলেন, পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ। প্রয়োজনীয় অনুমতি মিললেই বই ছাপার কাজ শুরু হবে। আগামী বছর ক্লাসরুমে নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় বই প্রবেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন দিক যুক্ত হবে। ডিপিই মহাপরিচালক যুগান্তরকে বলেন, 'প্রথম বছর আমরা শুধু প্রাক-প্রাথমিকে ৫১ হাজার ৭৮২টি বই দিচ্ছি।